তৃতীয় অধ্যায়

মূল্য, মজুরি ও কর্মসংস্থান

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে রাশিয়ার উপর পশ্চিমা বিশ্ব ও ইউরোপের নানাবিধ অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপে বিশ্ববাজার ব্যবস্থা চরমভাবে বিঘ্নিত হয়। একদিকে যেমন মুদ্রাবাজারে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হয়, অপরদিকে সরবরাহ চেইন বিঘ্নিত হওয়ায় দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি পরিলক্ষিত হয়। আইএমএফ'র ওয়ার্ল্ড ইকনমিক আউটলুক এর এপ্রিল ২০২২ এর প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০২২ এর মূল্যস্ফীতির প্রক্ষেপন দাঁড়িয়েছে উন্নত দেশে ৫.৭ শতাংশ এবং উন্নয়নশীল দেশে ৮.৭ শতাংশ, যা জানুয়ারি ২০২২ এর প্রতিবেদন অনুযায়ী ছিল যথাক্রমে ৩.৯ শতাংশ এবং ৫.৯ শতাংশ। বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতির গড় হার ইতিমধ্যে লক্ষ্যমাত্রা ৫.৩ অতিক্রম করেছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ পর্যন্ত গড় মূল্যস্ফীতি দাঁড়িয়েছে ৫.৮৩ শতাংশ, যা ২০২০-২১ অর্থবছরে ছিল ৫.৫৬ শতাংশ। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখার লক্ষ্যে সরকার নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের মূল্য জনগণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে স্থিতিশীল রাখার নিমিত্ত সরবরাহ ব্যবস্থা নিরবচ্ছিন্ন রাখাসহ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। দেশের এক কোটি মানুষকে বিশেষ কার্ড প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, যাতে তারা ন্যায্যমূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য কিনতে পারে। বিবিএস পরিচালিত সর্বশেষ শ্রমশক্তি জরিপ, ২০১৬-১৭ অনুযায়ী ১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে অর্থনৈতিকভাবে কর্মক্ষম শ্রমশক্তি ৬.৩৫ কোটি (পুরুষ ৪.৩৫ কোটি এবং মহিলা ২ কোটি)। এ শ্রমশক্তির মধ্যে ৬.০৮ কোটি বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত রয়েছে। পূর্ববর্তী শ্রমশক্তি জরিপ ২০১৫-১৬ এর তুলনায় সর্বশেষ শ্রমশক্তি জরিপ ২০১৬-১৭ এ কৃষি খাতে নিয়োজিত মোট শ্রমশক্তি ২.১০ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪০.৬ শতাংশে। অন্যদিকে সেবা খাতে নিয়োজিত মোট শ্রমশক্তি ২.১০ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩৯.০ শতাংশে। বাংলাদেশের মজুরি হার সূচক (ভিত্তি বছর ২০১০-২০১১) অনুসারে নামিক (Nominal) মজুরি হার সূচক ২০১৩-১৪ অর্থবছরের ১১৮.৮২ পয়েন্ট থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২০-২১ অর্থবছরে হয়েছে ১৮০.৮৩ পয়েন্ট। বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ দেশের ক্রমবর্ধমান কর্মসৃজনের পাশাপাশি বেকারত্ব হ্রাস, দারিদ্র্য বিমোচন, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিসহ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখছে। গত ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ৬.১৭ লক্ষ লোক কর্মসংস্থান নিয়ে বিদেশ গমন করেছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত মোট ৫.৭৬ লক্ষ কর্মী বিদেশ গমন করেছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রবাসীদের প্রেরিত প্রবাস আয় ছিল ২৪,৭৭৭.৭১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ৩৬.১০ শতাংশ বেশি। ২০২১-২২ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রেরিত প্রবাস আয় ১৩,৪৪০.১ মিলিয়ন ডলার, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৯.৪৭ শতাংশ কম। করোনাভাইরাস মহামারিতে বিশ্বজুড়ে লকডাউন এবং অচলাবস্থার কারণে বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানি খাতে বহুমাত্রিক সংকট দেখা দিয়েছে। সরকার প্রবাস আয়কে নির্বিঘ্ন রাখার জন্য নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বৈধ পথে প্রবাস আয় প্রেরণে বর্ধিত ব্যয় লাঘব করা এবং বৈধ পথে প্রবাস আয় প্রেরণকে উৎসাহিত করার জন্য প্রবাস আয়ে ২ শতাংশের পরিবর্তে ২.৫০ শতাংশ হারে প্রণোদনা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে সরকার।

বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি

কোভিড-১৯ মহামারির বিরূপ প্রভাব কাটিয়ে ২০২২ সালের শুরুতে বৈশ্বিক অর্থনীতি যখন ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে ঠিক তখনই রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে রাশিয়ার উপর পশ্চিমা বিশ্ব ও ইউরোপের নানাবিধ অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপে বিশ্ববাজার ব্যবস্থা চরমভাবে বিঘ্নিত হয়। একদিকে যেমন মুদ্রাবাজারে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হয়, অপরদিকে সরবরাহ চেইন বিঘ্নিত হওয়ায় দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি পরিলক্ষিত হয়। বিশেষত খাদ্য ও জ্বালানি মূল্যের উপর ব্যাপক প্রভাব পড়ে। উল্লেখ্য, খাদ্যশস্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি হলো গম, যার বিশ্বব্যাপী রপ্তানির প্রায় ৩০ শতাংশ সরবরাহ করা হয় রাশিয়া ও ইউক্রেন থেকে। যুদ্ধের কারণে রাশিয়ার উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞার ফলে গম রপ্তানি পুরোপুরি বন্ধ রয়েছে। ফলে বিশ্বব্যাপী খাদ্যশস্যের দাম অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সাথে জ্বালানি তেলের মূল্যও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। আইএমএফ'র ওয়ার্ল্ড ইকনমিক আউটলুক এর এপ্রিল ২০২২ এর প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০২২ এর মূল্যস্ফীতির প্রক্ষেপন দাঁড়িয়েছে উন্নত দেশে ৫.৭ শতাংশ এবং উন্নয়নশীল দেশে ৮.৭ শতাংশ যা জানুয়ারি ২০২২ এর প্রতিবেদন অনুযায়ী ছিল যথাক্রমে ৩.৯ শতাংশ এবং ৫.৯ শতাংশ। অর্থাৎ রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে মূল্যস্ফীতির প্রক্ষেপন আরো উর্ধ্বমুখী হয়েছে। সারণি ৩.১ ও লেখচিত্র ৩.১-এ উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের ২০১৪ থেকে ২০২১ বছর পর্যন্ত সময়ের মূল্যস্ফীতির গতিধারা এবং ২০২২ ও ২০২৩ সালের প্রক্ষেপন দেখানো হলোঃ

সারণি ৩.১ঃ বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি (%)

	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২*	২০২৩*
উন্নত দেশসমূহে মূল্যস্ফীতি	১.৪	০.৩	০.৭	১.৭	২.০	১.৪	০.৭	৩.১	৫.৭	২.৫
উন্নয়নশীল দেশসমূহে মূল্যস্ফীতি	৪.৭	৪.৭	৪.৩	৪.৪	৪.৯	৫.১	৫.২	৫.৯	৮.৭	৬.৫

উৎস: আইএমএফ ওয়ার্ল্ড ইকনমিক প্রতিবেদন, এপ্রিল ২০২২ *প্রক্ষেপিত

লেখচিত্র ৩.১ ঃ বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি

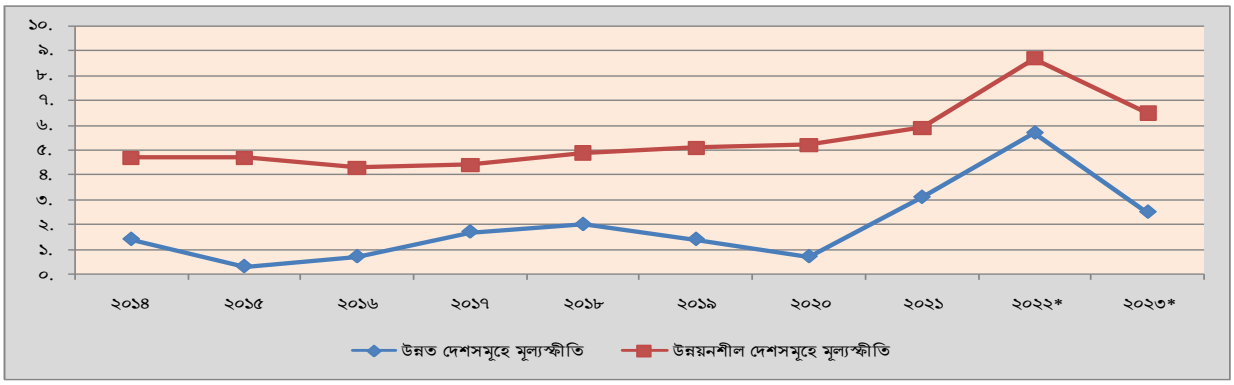

উৎস: আইএমএফ ওয়ার্ল্ড ইকনমিক প্রতিবেদন, এপ্রিল ২০২২ *প্রক্ষেপিত

বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি

ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের ফলে বিশ্বব্যাপি জ্বালানি ও খাদ্যের মূল্য দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে মূল্যস্ফীতি বাড়ছে। IMF কর্তৃক প্রকাশিত 'World Economic Outlook (April, 2022)' এর তথ্যমতে, ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের কারণে বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি ২০২২ সালে ও ২০২৩ সালে ৩.৬ শতাংশ হ্রাস পাবে, যা World Economic Outlook এর জানুয়ারিতে প্রাক্কলিত প্রবৃদ্ধির চেয়ে ০.৮ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট ও ০.২ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট কম। এছাড়া দ্রব্য মূল্যের চাপ বৃদ্ধির ফলে ২০২২ সালে মূল্যস্ফীতি যথাক্রমে উন্নত অর্থনীতিতে ৫.৭ শতাংশ এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে ৮.৭ শতাংশ হবে, যা World Economic Outlook এর জানুয়ারিতে প্রাক্কলিত মূল্যস্ফীতির চেয়ে ১.৮ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট এবং ২.৮ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বেশি। বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতির গড় হার ইতোমধ্যে লক্ষ্যমাত্রা ৫.৩ অতিক্রম করেছে, যা চলতি অর্থবছরের মার্চে ৫.৮৩ শতাংশে পৌঁছেছে। সারণি ৩.২ ও লেখচিত্র ৩.২ এ ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত জাতীয় ভোক্তা মূল্যসূচক ও মূল্যস্ফীতির গতিধারা এবং সারণি ৩.৩-এ ২০২১-২২ অর্থবছরের মাসভিত্তিক মূল্যস্ফীতির ধারা দেয়া হলোঃ

সারণি ৩.২ঃ জাতীয় ভোক্তা মূল্যসূচক ও মূল্যস্ফীতি

(ভিত্তি বছর ২০০৫-২০০৬=১০০)

	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১
সাধারণ সূচক (মূল্যস্ফীতি)	১৫৬.৫৯ (১০.৯১)	১৭০.১৯ (৮.৬৯)	১৮১.৭৩ (৬.৭৮)	১৯৫.০৮ (৭.৩৫)	২০৭.৫৮ (৬.৪১)	২১৯.৮৬ (৫.৯২)	২৩১.৮২ (৫.৪৪)	২৪৫.২২ (৫.৭৮)	২৫৮.৬৫ (৫.৪৮)	২৭৩.২৬ (৫.৬৫)	২৮৮.৪৪ (৫.৫৬)
খাদ্য সূচক (মূল্যস্ফীতি)	১৭০.৪৮ (১৪.১১)	১৮৩.৬৫ (৭.৭২)	১৯৩.২৪ (৫.২২)	২০৯.৭৯ (৮.৫৬)	২২৩.৮০ (৬.৬৮)	২৩৪.৭৭ (৪.৯০)	২৪৮.৯০ (৬.০২)	২৬৬.৬৪ (৭.১৩)	২৮১.৩৩ (৫.৫১)	২৯৬.৮৬ (৫.৫৬)	৩১৩.৮৬ (৫.৭৩)
খাদ্য-বহির্ভূত সূচক (মূল্যস্ফীতি)	১৩৮.৭৭ (৬.২১)	১৫২.৯৪ (১০.২১)	১৬৬.৯৭ (৯.১৭)	১৭৬.২৩ (৫.৫৫)	১৮৬.৭৯ (৫.৯৯)	২০০.৬৬ (৭.৪৩)	২০৯.৯২ (৪.৬১)	২১৭.৭৬ (৩.৭৪)	২২৯.৫৮ (৫.৪৩)	২৪৩.০০ (৫.৮৫)	২৫৫.৮৫ (৫.২৯)

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

লেখচিত্র ৩.২ ঃ জাতীয় পর্যায়ে মূল্যস্ফীতি

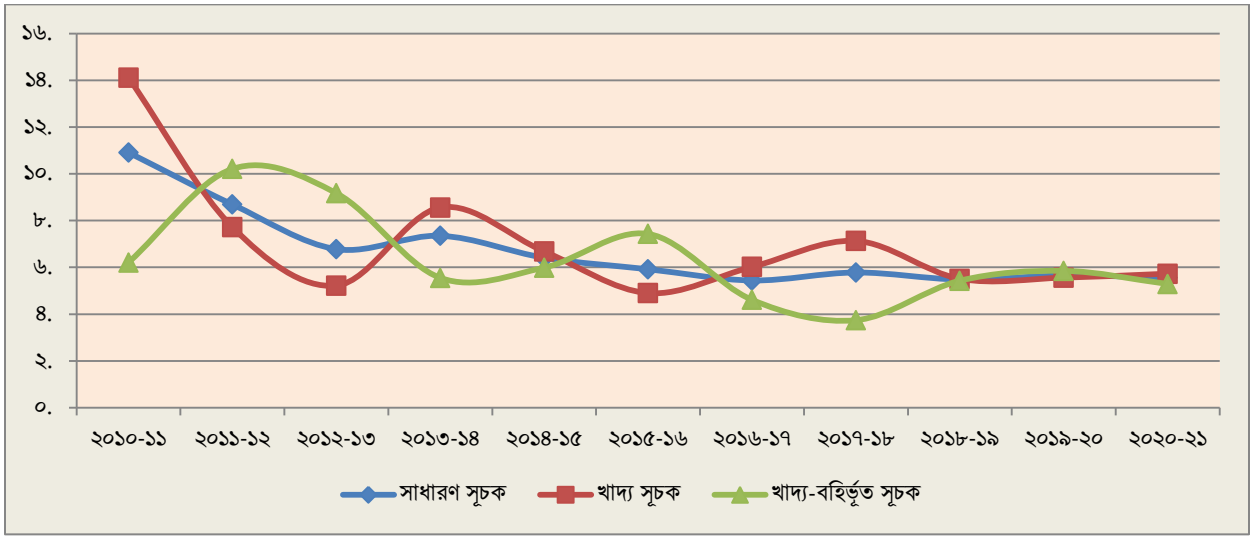

সারণি ৩.২ ও লেখচিত্র ৩.২ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ২০১০-১১ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতির হার ছিল সর্বোচ্চ ১০.৯১ শতাংশ যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে হয় সর্বনিম্ন ৫.৪৪ শতাংশ। পরবর্তীতে ২০১৭-১৮ থেকে ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত তা কিছুটা বৃদ্ধি পায়। ২০২০-২১ অর্থবছরে জাতীয় পর্যায়ে মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়ায় ৫.৫৬ শতাংশ, যা ২০১৯-২০ অর্থবছরে ছিল ৫.৬৫ শতাংশ। ২০২০-২১ অর্থবছরে খাদ্য মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৫.৭৩ শতাংশ এবং খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি ছিল ৫.২৯ শতাংশ।

নিচের সারণি ৩.৩ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ২০২১-২২ অর্থবছরের মার্চ পর্যন্ত (জুলাই-মার্চ ২০২২) গড় মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়িয়েছে ৫.৮৩ শতাংশ। এ সময়ে (জুলাই -মার্চ ২০২২ পর্যন্ত) খাদ্য মূল্যস্ফীতি জুলাই ২০২১ এ ৫.০৮ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ ২০২২ এ দাঁড়িয়েছে ৬.৩৪ শতাংশ। একই সময়ে খাদ্য বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ ২০২২ এ দাঁড়িয়েছে ৬.০৪ শতাংশ যা জুলাই ২০২১ এ ছিল ৫.৮০ শতাংশ। সরকার মূল্যস্ফীতির চাপ প্রশমনের লক্ষ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের মূল্য জনগণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে স্থিতিশীল রাখার নিমিত্ত সরবরাহ ব্যবস্থা নিরবচ্ছিন্ন রাখাসহ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। জনগণ যাতে ন্যায্যমূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য কিনতে পারে সেজন্য দেশের এক কোটি মানুষকে বিশেষ কার্ড প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যেই ৫০ লাখ লোককে কার্ড দেওয়া হয়েছে, যাতে তারা ১০ টাকায় চাল কিনতে পারে।

সারণি ৩.৩ ঃ ২০২১-২২ অর্থবছরের মাসভিত্তিক মূল্যস্ফীতির (Point to point) ধারা

(ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬=১০০)

পর্যায়	মূল্যস্ফীতির ধরণ	২০২০-২১	জুলাই' ২১	আগস্ট' ২১	সেপ্টে.' ২১	অক্টো.' ২১	নভে.' ২১	ডিসে.' ২১	জানু.' ২২	ফেব্রু.' ২২	মার্চ' ২২	গড় মূল্যস্ফীতি (জুলাই ২০২১-মার্চ ২০২২)
জাতীয়	সাধারণ	৫.৫৬	৫.৩৬	৫.৫৪	৫.৫৯	৫.৭০	৫.৯৮	৬.০৫	৫.৮৬	৬.১৭	৬.২২	৫.৮৩
	খাদ্য	৫.৭৩	৫.০৮	৫.১৬	৫.২১	৫.২২	৫.৪৩	৫.৪৬	৫.৬০	৬.২২	৬.৩৪	৫.৫২
	খাদ্য-বহির্ভূত	৫.২৯	৫.৮০	৬.১৩	৬.১৯	৬.৪৮	৬.৮৭	৭.০০	৬.২৬	৬.১০	৬.০৪	৬.৩২
গ্রাম	সাধারণ	৫.৫৯	৫.৫৩	৫.৭১	৫.৭৭	৫.৮১	৬.২০	৬.২৭	৬.০৭	৬.৪৯	৬.৫২	৬.০৪
	খাদ্য	৫.৯৯	৫.৫৬	৫.৬৭	৫.৭৪	৫.৬২	৫.৯০	৫.৯৩	৫.৯৪	৬.৬২	৬.৭১	৫.৯৭
	খাদ্য-বহির্ভূত	৪.৮৫	৫.৪৭	৫.৭৯	৫.৮৪	৬.১৭	৬.৭৮	৬.৯৪	৬.৩২	৬.২৫	৬.১৫	৬.১৯
শহর	সাধারণ	৫.৪৯	৫.০৬	৫.২২	৫.২৫	৫.৫০	৫.৫৯	৫.৬৬	৫.৪৭	৫.৫৯	৫.৬৯	৫.৪৫
	খাদ্য	৫.১৫	৪.০১	৪.০২	৪.০৩	৪.৩১	৪.৩৭	৪.৪১	৪.৮৫	৫.৩০	৫.৪৯	৪.৫৩
	খাদ্য-বহির্ভূত	৫.৮৮	৬.২৪	৬.৫৯	৬.৬৫	৬.৮৯	৬.৯৯	৭.০৭	৬.১৭	৫.৯১	৫.৯০	৬.৪৯

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

মজুরি হার সূচক

বিবিএস ১৯৭৪ সাল হতে ১৯৬৯-৭০ অর্থবছরকে ভিত্তি বছর ধরে মজুরি হার সূচক (Wage Rate Index) নির্ণয় করে। বর্তমানে ২০১০-১১ অর্থবছরকে ভিত্তি বছর ধরে মজুরি হার সূচক নির্ণয় করা হয়। সারণি ৩.৪ এ পরিবর্তিত ভিত্তি বছর অনুযায়ী ২০১৩-১৪ অর্থবছর হতে ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত মজুরি হার সূচক ও শ্রমিকদের মজুরি প্রবৃদ্ধির হার (পয়েন্ট টু পয়েন্ট) দেয়া হলোঃ

সারণি ৩.৪ঃ মজুরি হার সূচক ও প্রবৃদ্ধির হার

(ভিত্তি বছরঃ ২০১০-১১=১০০)

বছর	নামিক মজুরি হার সূচক				প্রবৃদ্ধির হার (পয়েন্ট টু পয়েন্ট)			
	সাধারণ	কৃষি	শিল্প	সেবা	সাধারণ	কৃষি	শিল্প	সেবা
২০১৩-১৪	১১৮.৮২	১১৮.৪৪	১১৯.০৭	১২০.১৬	৫.৫০	৫.৬৮	৪.৯৭	৫.৭৫
২০১৪-১৫	১২৪.৬৯	১২৪.৫১	১২৪.৩৮	১২৬.১৫	৪.৯৪	৫.১২	৪.৪৭	৪.৯৮
২০১৫-১৬	১৩২.৮১	১৩২.৪৮	১৩২.০২	১৩৬.০৩	৬.৫২	৬.৪১	৬.১৬	৭.৮৬
২০১৬-১৭	১৪১.৪৬	১৪১.২২	১৪০.২৭	১৪৫.০১	৬.৫০	৬.৫৯	৬.২৪	৬.৬০
২০১৭-১৮	১৫০.৫৯	১৫০.২৭	১৪৯.৪৫	১৫৪.৪৪	৬.৪৬	৬.৪০	৬.৫৫	৬.৫১
২০১৮-১৯	১৬০.২৩	১৫৯.৯২	১৫৮.৭৪	১৬৪.৭৮	৬.৪০	৬.৪২	৬.২২	৬.৬৯
২০১৯-২০	১৭০.৩৯	১৭০.২৮	১৬৮.২৪	১৭৫.৩৩	৬.৩৫	৬.৪৮	৫.৯৯	৬.৪১
২০২০-২১	১৮০.৮৩	১৮১.১৬	১৭৭.৫২	১৮৫.৯৯	৬.১২	৬.৩৯	৫.৫১	৬.০৭

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

লক্ষণীয়, ২০১৩-১৪ থেকে ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত নামিক (Nominal) মজুরি হার সূচক গড়ে প্রায় ৬.০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে এ সূচক পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৮০.৮৩ পয়েন্টে। ২০২০-২১ অর্থবছরে খাতভিত্তিক মজুরির হার সূচক কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতে পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এ প্রবৃদ্ধির হার যথাক্রমে ৬.৩৯, ৫.৫১ ও ৬.০৭ শতাংশ।

শ্রমশক্তি ও কর্মসংস্থান

বিবিএস দেশের শ্রমশক্তির সার্বিক চিত্র নিরূপণের লক্ষ্যে শ্রমশক্তি জরিপ (Labour Force Survey) পরিচালনা করে থাকে। এ জরিপের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও বেকারত্ব সংক্রান্ত শ্রমবাজার ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের চিত্র পাওয়া যায়। বিবিএস প্রকাশিত সর্বশেষ 'শ্রমশক্তি জরিপ, ২০১৬-১৭' অনুযায়ী ১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে অর্থনৈতিকভাবে কর্মক্ষম শ্রমশক্তি ৬.৩৫ কোটি। এর মধ্যে পুরুষ ৪.৩৫ কোটি এবং মহিলা ২ কোটি। কর্মক্ষম জনশক্তির মধ্যে ৬.০৮ কোটি বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত রয়েছে। শিল্পভিত্তিক বিভাজনে দেখা যায় যে, কর্মে নিয়োজিত জনশক্তির প্রধান অংশ প্রায় ৪০.৬ শতাংশ কৃষিতে, ৩৯.০ শতাংশ সেবা খাতে ও ২০.৪ শতাংশ শিল্প খাতে নিয়োজিত রয়েছে। 'শ্রমশক্তি জরিপ, ২০১৬-১৭' অনুযায়ী মোট কর্মে নিয়োজিতদের মধ্যে প্রধান অংশ আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত, যা প্রায় ৪৪.৩ শতাংশ। চাকুরীজীবী ও পারিবারিক শ্রমে নিয়োজিতদের হার যথাক্রমে ৩৯.১ শতাংশ ও ১১.৫ শতাংশ। পারিবারিক শ্রমে নিয়োজিতদের মধ্যে পুরুষ ১৭ লক্ষ, মহিলা ৫৩ লক্ষ। ১৯৯৫-৯৬, ১৯৯৯-০০, ২০০২-০৩, ২০০৫-০৬ অর্থবছরের, ২০১০, ২০১৩ সালের এবং ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অর্থবছরের শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী বিভিন্ন খাতওয়ারি শ্রমিকের (১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে) অংশ সারণি ৩.৫ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ৩.৫: শিল্পভিত্তিক খাতওয়ারি শ্রমিকের অংশ (%)

(১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে)

খাত	এলএফএস ১৯৯৫-৯৬	এলএফএস ১৯৯৯-০০	এলএফএস ২০০২-০৩	এলএফএস ২০০৫-০৬	এলএফএস ২০১০	এলএফএস ২০১৩	এলএফএস ২০১৫-১৬	এলএফএস ২০১৬-১৭
কৃষি, বনজ ও মৎস্য	৪৮.৮৫	৫০.৭৭	৫১.৬৯	৪৮.১০	৪৭.৩০	৪৫.১০	৪২.৭০	৪০.৬২
খনিজ ও খনন	-	০.৫১	০.২৩	০.২১	০.১৮	০.৪০	০.২০	০.২০
ম্যানুফ্যাকচারিং	১০.০৬	৯.৪৯	৯.৭১	১০.৯৭	১২.৩৪	১৬.৪০	১৪.৪০	১৪.৪৩
বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি	০.২৯	০.২৬	০.২৩	০.২১	০.১৮	০.২০	০.৩০	০.২০
নির্মাণ	২.৮৭	২.৮২	৩.৩৯	৩.১৬	৪.৭৯	৩.৭০	৫.৬০	৫.৫৮
বাণিজ্য, হোটেল ও রেস্টুরেন্ট	১৭.২৪	১৫.৬৪	১৫.৩৪	১৬.৪৫	১৫.৪৭	১৪.৫০	১৩.৪০	১৪.৩৪

খাত	এলএফএস ১৯৯৫-৯৬	এলএফএস ১৯৯৯-০০	এলএফএস ২০০২-০৩	এলএফএস ২০০৫-০৬	এলএফএস ২০১০	এলএফএস ২০১৩	এলএফএস ২০১৫-১৬	এলএফএস ২০১৬-১৭
পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	৬.৩২	৬.৪১	৬.৭৭	৮.৪৪	৭.৩৭	৬.৪০	৯.৪০	১০.৫০
অর্থ, ব্যবসা ও সেবাসমূহ	০.৫৭	১.০৩	০.৬৮	১.৪৮	১.৮৪	১.৩০	১.৬০	১.৯৭
পণ্য ও ব্যক্তিগত সেবাসমূহ	১৩.৮০	১৩.০৭	৫.৬৪	৫.৪৯	৬.২৬	৬.২০	৬.২০	৬.০৮
স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জনপ্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	-	-	৬.৩২	৫.৪৯	৪.২৪	৫.৮০	৬.২০	৬.০৮
মোট	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**

উৎসঃ বিবিএস, শ্রমশক্তি জরিপ, ১৯৯৫-৯৬, ১৯৯৯-০০, ২০০২-০৩, ২০০৫-০৬, ২০১০, ২০১৩, ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭।

শ্রম উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে গৃহীত কতিপয় পদক্ষেপ

শ্রমজীবী মানুষের মর্যাদা ও অধিকার সুরক্ষায় বিশেষ করে শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি নির্ধারণ, নিরাপদ কর্মপরিবেশ, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং শিল্পে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার মধ্য দিয়ে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কার্যকর ভূমিকা রাখছে। এছাড়া, শ্রম আইন বাস্তবায়ন এবং তা পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যুগোপযোগীকরণ, জাতীয় শ্রমনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, দক্ষ জনশক্তি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ/পুনর্নির্ধারণ এবং শ্রম ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার বিভিন্ন লক্ষ্য যেমন শিশুশ্রম নিরসন, নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ, সমকাজে সমমজুরী নির্ধারণ ইত্যাদি অর্জনে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হয়েছেঃ

(ক) নিয়মিত কার্যক্রম

- **শ্রম পরিদর্শন:** দেশের সকল কর্মক্ষম নাগরিকদের জন্য শোভন, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করা কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ)-এর লক্ষ্য। সে উদ্দেশ্যে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের মাধ্যমে বাংলাদেশ শ্রম আইন ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালার প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে এ অধিদপ্তর কাজ করে। ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ৪৭,৩৬১টি এবং ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত মোট ২৭,৯৫৩টি পরিদর্শন সম্পন্ন করা হয়েছে।
- **অভিযোগ গ্রহণ ও অভিযোগ নিষ্পত্তি:** কর্মক্ষেত্রে বাংলাদেশ শ্রম আইন ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালার লঙ্ঘন বিষয়ে শ্রমিকদের কাছ থেকে অভিযোগ গ্রহণ করার সাথে সাথে দ্রুততম সময়ের মধ্যে তা নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ৫,২৩৬টি অভিযোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় সবগুলো অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত মোট ২,৪০৬টি অভিযোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় মোট ২,৩৫৯টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।
- **শ্রম আইন লঙ্ঘনের দায়ে মামলা:** বাংলাদেশ শ্রম আইন ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা অনুযায়ী কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণে কাজ করছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ১,৪২১টি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে ৪৯০টি। ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত মোট ৭৪৫টি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে ৫০১টি।
- **প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা নিশ্চিতকরন:** কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদেরকে বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুযায়ী প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা নিশ্চিত করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ১৪,৯৫৯ জন শ্রমিকের মাতৃত্বকল্যাণ সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। এজন্য মালিক কর্তৃক শ্রমিকগণকে প্রদানকৃত আর্থিক সুবিধার পরিমাণ ৫৯.১৬ কোটি টাকা। ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত মোট ৮,৩৬০ জন শ্রমিকের মাতৃত্বকল্যাণ সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে মালিক কর্তৃক শ্রমিকগণকে প্রদানকৃত আর্থিক সুবিধার পরিমাণ ৩১.৩৪ কোটি টাকা।
- **শিশুকক্ষ স্থাপন:** কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ, নারীর ক্ষমতায়ন এবং জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদানের বিষয় বিবেচনায় রেখে নারীবান্ধব এবং স্বাস্থ্যসম্মত কর্মক্ষেত্র নিশ্চিতে শিশুদের জন্য কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে শিশুকক্ষ স্থাপন করা হচ্ছে। ডাইফের সরাসরি তত্ত্বাবধানে ২০২০-২১ অর্থবছরে কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে মোট ৪৫০টি এবং ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত মোট ৩৭১টি শিশুকক্ষ স্থাপন করা হয়েছে।

- **লাইসেন্স প্রদান ও লাইসেন্স নবায়ন:** ২০২০-২১ অর্থবছরে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর মোট ১০,০২৪টি কারখানা ও প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করেছে এবং ৩৩,৪৫২টি লাইসেন্স নবায়ন করেছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মোট ৫,৫১৪টি কারখানা ও প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করেছে এবং ২৮,২৭৮টি লাইসেন্স নবায়ন করেছে।
- **কারখানার কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণ:** কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পরিদর্শন চেকলিস্টের বিধানগুলো প্রতিপালনে 'এ' শ্রেণীভুক্ত হলে, কারখানাগুলোকে কমপ্লায়েন্স কারখানা হিসেবে ধরা হয়। কমপ্লায়েন্স কারখানাগুলো বাংলাদেশ শ্রম আইন এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালার পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য ধারা এবং বিধি প্রতিপালন করে থাকে। ২০২০-২১ অর্থবছরে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক ১,৮০৯টি কারখানায় এরূপ কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত মোট ১,৩৩৬টি কারখানায় এরূপ কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করা হয়েছে।
- **কারখানায় সংঘটিত দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ প্রদান:** দেশব্যাপী কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে পরিদর্শকগণ ঘটনাস্থল সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের মাধ্যমে দুর্ঘটনার সম্ভাব্য কারণ অনুসন্ধান, প্রতিবেদন তৈরি এবং দুর্ঘটনা প্রতিরোধে কারখানা মালিক ও শ্রমিকপক্ষকে যথাযথ পরামর্শ প্রদান করা হয়। এছাড়া বিশেষ কোন দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে তদন্ত কমিটি গঠনপূর্বক তদন্ত করা হয়। তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে দুর্ঘটনায় আহত ৩৩ জন শ্রমিক এবং নিহত ৫৪ জন শ্রমিকের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ বাবদ মোট ৩৩.৬০ লক্ষ টাকা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত মোট ৩৫টি দুর্ঘটনায় আহত ৪৬ জন শ্রমিক এবং নিহত ৯৬ জন শ্রমিকের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ বাবদ মোট ১.৫৯ কোটি টাকা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- **সেইফটি কমিটি গঠন:** কারখানায় নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সেইফটি কমিটি গঠন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে গঠিত সেইফটি কমিটির সংখ্যা ৯১৯টি। ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত বিভিন্ন কারখানায় মোট ৫,৬৪৫টি সেইফটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

(খ) বিশেষ কার্যক্রম:

- **শ্রম পরিদর্শন ডিজিটালাইজেশন:** কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন কার্যক্রমে আরো স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা আনয়নের জন্য ডিজিটাল পরিদর্শন প্রবর্তন একটি বড় উদ্যোগ। এজন্য ৬ মার্চ ২০১৮ লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন (লিমা) নামে একটি অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে। এটি একইসঙ্গে মোবাইল ও ওয়েবসাইটভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন, যার মাধ্যমে অধিদপ্তরের সকল গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম সম্পাদনের ব্যবস্থা রয়েছে। আন্তর্জাতিক সংস্থা আইএলও এতে সহায়তা প্রদান করছে।
- **কারখানা সংস্কার:** ত্রুটিপূর্ণ পোশাক কারখানার সংস্কার কাজ তদারকির জন্য বাংলাদেশ সরকার গত ১৪ মে ২০১৭ সংস্কার সমন্বয় সেল (আরসিসি)-গঠন করে। কারখানা ভবনের কাঠামোগত নিরাপত্তা, বিদ্যুৎ ও অগ্নি নিরাপত্তাসহ উন্নত কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ সরকার এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) যৌথভাবে কাজ করছে। বর্তমানে আরসিসির মাধ্যমে ত্রুটিপূর্ণ পোশাক কারখানার সংস্কার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- **জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন:** পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি বিষয়ে অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ, অন্যান্য অংশীজনদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা এবং গবেষণার জন্য 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে, যা ২০২২ নাগাদ শেষ হবে বলে আশা করা যায়।
- **পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি উত্তম চর্চা পুরস্কার:** দেশব্যাপী কারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা রক্ষায় উৎসাহিত করার জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় 'পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি উত্তম চর্চা পুরস্কার' প্রবর্তন করেছে। ২০১৮ সালে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবসে ১০টি পোশাক কারখানাকে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়েছিল। ২০১৯ সালে পোশাক কারখানাসহ ও অন্যান্য সেক্টরের মোট ২৪টি কারখানাকে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। ২০২০ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং মুজিববর্ষকে স্মরণীয় করে রাখতে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য

ও সেইফটি দিবসে 'বঙ্গবন্ধু গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড' নামে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়।

- **নারী উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ:** তৈরী পোষাকসহ অন্যান্য শিল্পে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদের স্বল্পব্যয়ে ও নিরাপদ আবাসন সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে চট্টগ্রামের কালুরঘাটে ৯৬০ শয্যা ও নারায়ণগঞ্জের বন্দরে ৬২০ শয্যাসহ মোট ১,৫৮০ শয্যা বিশিষ্ট ২টি ডরমিটরি নির্মাণ করা হয়েছে।
- **উদ্ভাবনী ও ডিজিটাল কার্যক্রম:** সেবাসমূহ আরো সহজ ও সংশ্লিষ্টদের দোরগোঁড়ায় পৌঁছানোর জন্য 'শ্রমিকদের স্বাস্থ্যকথা' নামে একটি মোবাইল অ্যাপস তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া, শ্রমিক ও শ্রম সংক্রান্ত যে কোন অভিযোগ, এন্টি ইউনিয়ন ডিসক্রিমিনেশনকে স্বল্প সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করার লক্ষ্যে হট-লাইন কার্যক্রমও চালু করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশের আওতায় শ্রম অধিদপ্তরের প্রধান প্রধান সেবাসমূহ সংক্রান্ত তথ্য প্রাপ্তি সহজলভ্য করতে 'পাবলিকলি এক্সেসিবল ডাটাবেইজ' নামক অনলাইন তথ্যভান্ডার চালু করা হয়েছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন কার্যক্রমে আরো স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা আনয়নের জন্য ডিজিটাল পরিদর্শন প্রবর্তন একটি বড় উদ্যোগ। এজন্য লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন (লিমা) নামে একটি মোবাইল অ্যাপস তৈরি করা হয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতায় পরিচালিত বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন ও কেন্দ্রীয় তহবিলের অনুদান মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে সরাসরি শ্রমিক ও তাদের পরিবারের নিকট পৌঁছে দেওয়ার কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন সেবা সাধারণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে a2i প্রোগ্রামের সহযোগিতায় সেবাদান সহজীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে সেবা দাতা এবং গ্রহীতাদের সময় ও অর্থের অপচয় রোধ হওয়ার পাশাপাশি নাগরিক ভোগান্তি বন্ধ হবে। গাজীপুরে অবস্থিত কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে এর পাইলট প্রকল্প সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। অধিদপ্তরের ২৩টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের মাধ্যমে সারা দেশে এ সহজ পদ্ধতিতে লাইসেন্স প্রদান শুরু হয়েছে। শ্রমিকরা যেন আইনগত অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়, সেজন্য সারাদেশে সকল সেক্টরের শ্রমিকদের জন্য একটি সমন্বিত ডাটাবেজ প্রস্তুতপূর্বক জাতীয় পরিচয়পত্রের ন্যায় 'স্মার্ট কার্ড' প্রদানের পরিকল্পনা অধিদপ্তরের রয়েছে। এ বিষয়ে সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।
- **শ্রমিকের কল্যাণে গৃহীত বিভিন্ন সংস্কারমূলক কার্যক্রম:** শ্রম অধিদপ্তরাধীন ৩২টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের বিনা মূল্যে স্বাস্থ্যসেবা, পরিবার পরিকল্পনা সেবা ও বিনোদনমূলক সেবা প্রদান করা হয়। ১০ বেডের ক্লিনিক্যাল সেবা ও দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ সুবিধাসহ দেশের পার্বত্য অঞ্চলের শ্রমিকদের কল্যাণে রাঙ্গামাটির ঘাগড়ায় শ্রমকল্যাণ কমপ্লেক্স নির্মাণের কাজ ডিসেম্বর ২০২১ এ সমাপ্ত হয়েছে। পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) এর আওতায় স্বল্প ব্যয়ে ২৭৫ শয্যা বিশিষ্ট আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত শ্রমিকদের পেশাগত রোগের চিকিৎসার জন্য নারায়ণগঞ্জের চাষাড়ায় Occupational Diseases Hospital নির্মাণ শীর্ষক ১টি বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও প্রবাস আয়

কোভিড-১৯ পরিস্থিতির মধ্যেও বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থা স্থিতিশীল রাখতে বৈদেশিক আয়ের দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎস হিসেবে প্রবাস আয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। করোনা মহামারির শুরুতে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বাধাগ্রস্থ হওয়ায় বৈদেশিক শ্রমবাজার ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সময়ের সাথে সাথে এই পরিস্থিতি পুনরুদ্ধার হচ্ছে। ইতোপূর্বে, করোনা পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ায় ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা শিথিল করার কারণে ২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে শ্রমিকের অভিবাসন সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছর এর প্রথম আট মাসে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি ২০২২) প্রায় ৫.৭৬ লক্ষ শ্রমিক বাংলাদেশ থেকে অভিবাসিত হয়েছে এবং এই আটমাসে তাদের প্রেরিত রেমিট্যান্স ১৩,৪৩৮.৫০ মিলিয়ন ডলার যা গত অর্থবছরের তুলনায় ১৯.৪৭ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া, এই মহামারির শুরুতে প্রবাসীরা অর্থনৈতিক দুর্দশা কমানোর জন্য আর্থিক সুরক্ষা (Cushion) হিসেবে দেশে আরও বেশি পরিমাণ অর্থ প্রেরণ করেছে যার প্রেক্ষিতে পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে রেমিট্যান্সের আন্তঃপ্রবাহ ৩৩.৫১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সারণি ৩.৬ ও লেখচিত্র ৩.৩ এ প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মজীবীদের সংখ্যা এবং তাদের প্রেরিত অর্থ প্রবাহের গতিধারা দেখানো হলোঃ

সারণি ৩.৬ ঃ প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মজীবীর সংখ্যা এবং প্রেরিত অর্থের পরিমাণ

অর্থবছর	কর্মজীবীর সংখ্যা (হাজার)	প্রেরিত অর্থের পরিমাণ			
		মিলিয়ন ডলার	প্রবৃদ্ধি (%)	কোটি টাকা	প্রবৃদ্ধি (%)
২০০৯-১০	৪২৭	১০৯৮৭.৪০	১৩.৪০	৭৬১০৯.৬০	১৪.১৫
২০১০-১১	৪৩৯	১১৬৫০.৩২	৬.০৩	৮২৯৯২.৯০	৯.০৪
২০১১-১২	৬৯১	১২৮৪৩.৪০	১০.২৪	১০১৮৮২.৭৮	২২.৭৬
২০১২-১৩	৪৪১	১৪৪৬১.১৫	১২.৬০	১১৫৬৪৬.১৬	১৩.৫১
২০১৩-১৪	৪০৯	১৪২২৮.৩০	-১.৬১	১১০৫৮২.৩৭	-৪.৩৮
২০১৪-১৫	৪৬২	১৫৩১৬.৯১	৭.৬৫	১১৮৯৮২.৩২	৭.৬০
২০১৫-১৬	৬৮৫	১৪৯৩১.১৪	-২.৫২	১১৬৮৫৬.৭০	-১.৭৯
২০১৬-১৭	৯০৫	১২৭৬৯.৪৫	-১৪.৪৮	১০১০৯৯.৬২	-১৩.৪৮
২০১৭-১৮	৮৮০	১৪৯৮১.৬৯	১৭.৩২	১২৩১৫৬.০১	২১.৮২
২০১৮-১৯	৬৯৩	১৬৪১৯.৬৩	৯.৬০	১৩৮০০৭.০০	১২.০৬
২০১৯-২০	৫৩১	১৮২০৫.০১	১০.৮৭	১৫৪৩৫২.০০	১১.৮৪
২০২০-২১	২৮০	২৪৭৭৭.৭১	৩৬.১০	২১০১৩০.৬	৩৬.১৪
২০২০-২১*	১২২	১৬৬৮৭.২৫	৩৩.৫১	১৪১৫২০.২	৩৩.৬৬
২০২১-২২*	৫৭৬	১৩৪৩৮.৫০	-১৯.৪৭	১১৪৮৯০.৫	-১৮.৮২

উৎসঃ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো ও বাংলাদেশ ব্যাংক। *জুলাই-ফেব্রুয়ারি।

লেখচিত্র ৩.৩: জনশক্তি রপ্তানি ও রেমিট্যান্স প্রবাহের গতিধারা

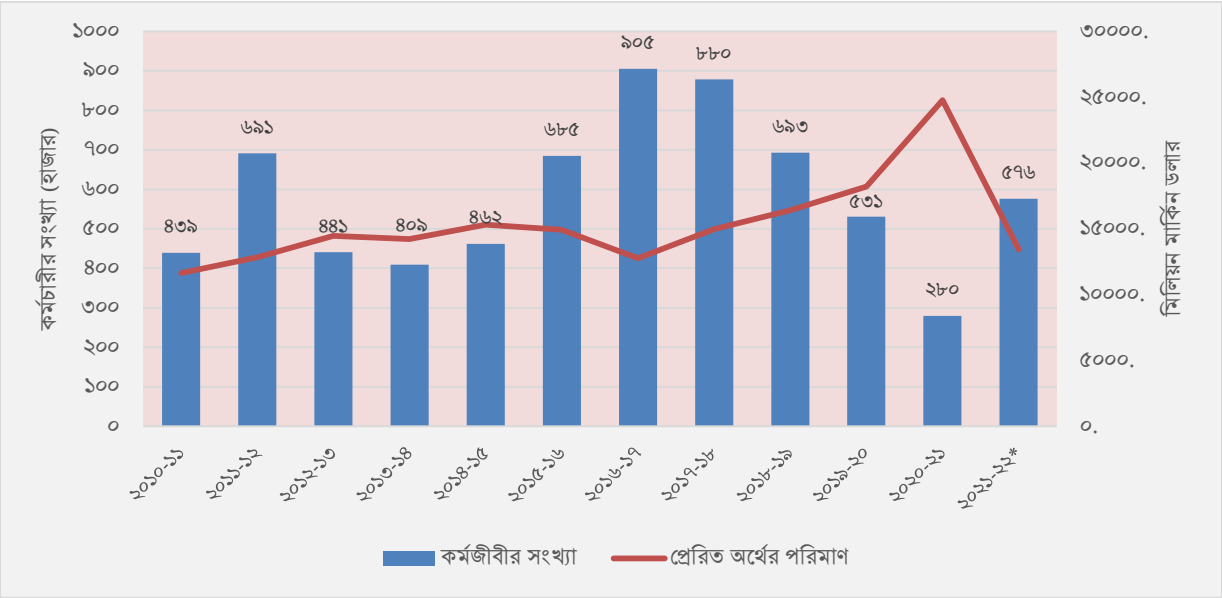

উৎসঃ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো,বাংলাদেশ ব্যাংক। *ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত।

উল্লেখ্য, ২০২০-২১ অর্থবছরে জিডিপিতে প্রবাস আয় এবং রপ্তানি আয়ে প্রবাস আয়ের অনুপাত আগের অর্থবছরের তুলনায় বেড়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রবাস আয়ের পরিমাণ জিডিপি'র প্রায় ৬.০৩ শতাংশে এবং মোট পণ্য রপ্তানির ৬৭.১৪ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে, যা ২০১৯-২০ অর্থবছরে ছিল জিডিপি'র প্রায় ৪.৮৭ শতাংশ এবং মোট পণ্য রপ্তানির ৫৬.৬৮ শতাংশ। সারণি ৩.৭ এবং লেখচিত্র ৩.৪ এ জিডিপি ও পণ্য রপ্তানি আয়ের শতকরা হারে রেমিট্যান্স দেখানো হলোঃ

সারণি ৩.৭ঃ জিডিপি ও পণ্য রপ্তানি আয়ের শতকরা হারে রেমিট্যান্স

বছর	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১
জিডিপির শতকরা হার	৯.০৫	৯.৬৩	৯.৬৪	৮.২৩	৭.৮৭	৬.৭৪	৫.১১	৪.৬৬	৪.৬৭	৪.৮৭	৬.০৩
রপ্তানির শতকরা হার	৫০.৮২	৫৩.৫৮	৫৪.৪৩	৪৭.১৩	৪৯.০৮	৪৩.৫৯	৩৭.৫৪	৪১.২৯	৪১.৪৬	৫৬.৬৮	৬৭.১৪

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও বাংলাদেশ ব্যাংক।

লেখচিত্র ৩.৪: জিডিপি ও পণ্য রপ্তানি আয়ের শতকরা হারে রেমিট্যান্স

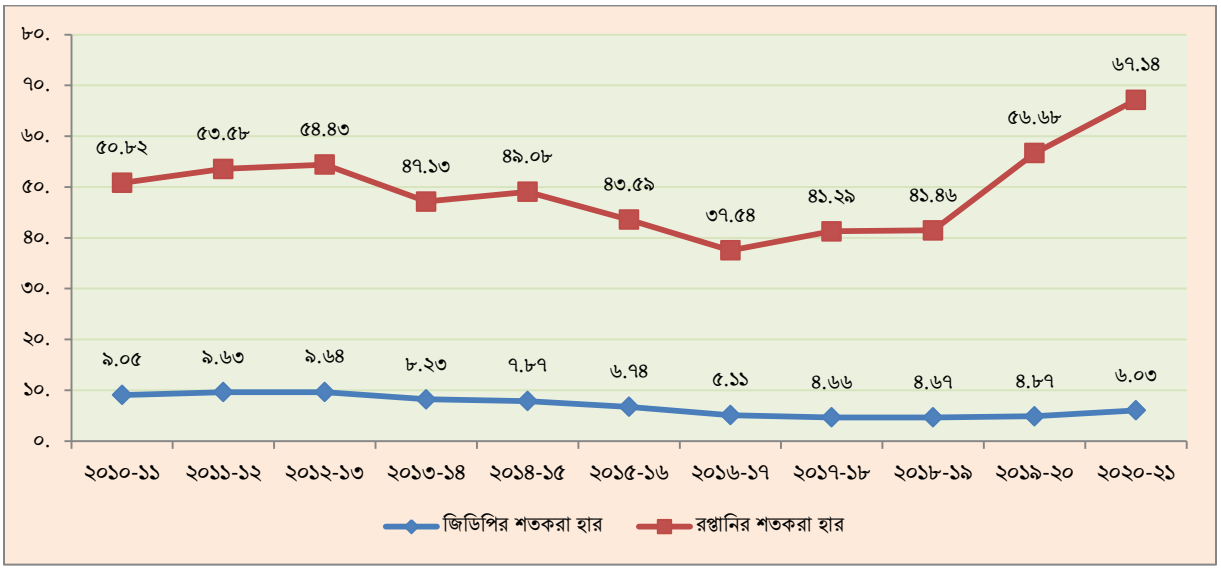

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও বাংলাদেশ ব্যাংক।

শ্রেণিভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানি

সারণি ৩.৮ এ শ্রেণিভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানির পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলো। উক্ত সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বিগত কয়েক বছরে পেশাজীবী কর্মী গমনের তুলনায় দক্ষ কর্মী গমনের হার সন্তোষজনক।

সারণি ৩.৮ ঃ শ্রেণিভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশির সংখ্যা

সাল	পেশাজীবী	দক্ষ	আধা-দক্ষ	স্বল্পদক্ষ	অন্যান্য	মোট
২০১০	৩৮৭	৯০৬২১	১২৪৬৯	২৮৭২২৫	৭৫৬০	৩৯০৭০২
২০১১	১১৯২	২২৯১৪৯	২৮৭২৯	৩০৮৯৯২	৭৪৪০	৫৬৮০৬২
২০১২	৮১২	২০৯৩৬৮	২০৪৯৮	৩৭৭১২০	৯৫০৯	৬০৭৭৯৮
২০১৩	৬৮৯	১৩৩৭৫৪	৬২৫২৮	২১২২৮২	৯২২৪	৪০৯২৫৩
২০১৪	১৭৩০	১৪৮৭৬৬	৭০০৯৫	১৯৩৪০৩	১১৬৯০	৪২৫৬৮৪
২০১৫	১৮২৮	২১৪৩২৮	৯১০৯৯	২৪৩৯২৯	৪৬৯৭	৫৫৫৮৮১
২০১৬	৪৬৩৮	৩১৮৮৫১	১১৯৯৪৬	৩০৩৭০৬	১০৫৯০	৭৫৭৭৩১
২০১৭	৪৫০৭	৪৩৪৩৪৪	১৫৫৫৬৯	৪০১৭৯৬	১২৩০২	১০০৮৫১৮
২০১৮	২৬৭৩	৩১৭৫২৮	১১৭৭৩৪	২৮৩০০২	১৩২৪৪	৭৩৪১৮১
২০১৯	১৯১৪	৩০৪৯২১	১৪২৫৩৬	১৯৭১০২	৫৩৬৮৬	৭০০১৫৯
২০২০	৩৭৮	৬১৬৯০	৯৪১২	১৪৬১৮৯	-	২১৭৬৬৯
২০২১	৮২৪	১২৯০৫৭	১৯৮৭০	৪৬৭৪৫৮	-	৬১৭২০৯

উৎসঃ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ ব্যাংক।

উক্ত সারণি ৩.৮ এবং লেখচিত্র ৩.৫(ক) ও ৩.৫(খ) থেকে দেখা যায় যে, ২০১০ সালে দক্ষ ও পেশাজীবী জনশক্তি রপ্তানির হার ছিল মোট জনশক্তি রপ্তানির যথাক্রমে প্রায় ২৩.২ শতাংশ ও ০.১০ শতাংশ যা ২০২১ সালে দাঁড়িয়েছে ২০.৯১ শতাংশ ও ০.১৩ শতাংশ।

লেখচিত্র ৩.৫ (ক) : ২০১০ সালে শ্রেণিভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশির সংখ্যা

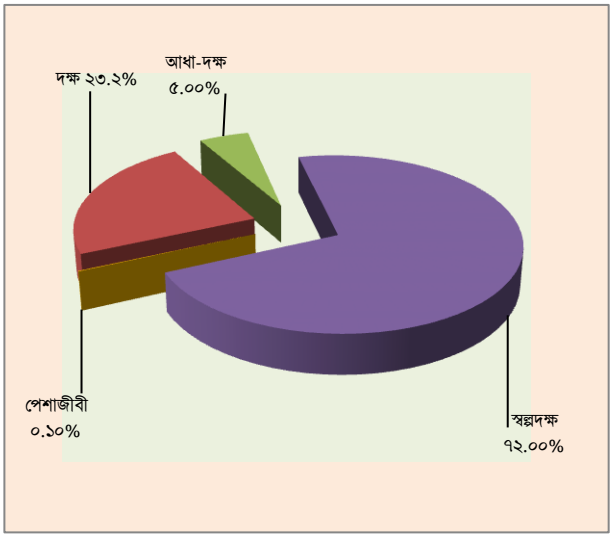

লেখচিত্র ৩.৫ (খ) : ২০২১ সালে শ্রেণিভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশির সংখ্যা

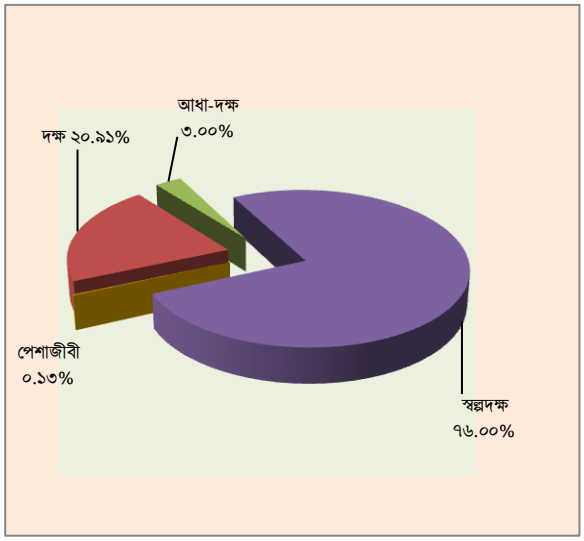

উৎসঃ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক

দেশভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানি ও প্রবাস আয়

কোভিড-১৯ মহামারির সময়ে বিশ্বব্যাপী ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা হ্রাসের কারণে বেশিরভাগ বাংলাদেশী প্রবাসী সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং ওমানে গিয়েছে। জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)-এর তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সালে (ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত) মোট ২,০২,২৬৭ জন শ্রমিক অভিবাসী হয়েছেন। দেশভিত্তিক কর্মসংস্থানের তথ্য অনুযায়ী ২০২১ সালে ৪,৫৭,২২৭ জন বাংলাদেশি শ্রমিক সৌদি আরবে গিয়েছে, যা মোট অভিবাসনের ৭৪.০৮ শতাংশ। এর পরেই রয়েছে ওমান (৮.৯১%), সংযুক্ত আরব আমিরাত (৪.৭৩%), সিঙ্গাপুর (৪.৫২%) এবং অন্যান্য দেশ (৩.৩৭%)। সারণি ৩.৯ এ ২০১১-২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত দেশভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশি জনশক্তির সংখ্যা এবং লেখচিত্র ৩.৬ (ক) ও ৩.৬ (খ) এ ২০১১ এবং ২০২১ সালের সময়ের দেশভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশী জনশক্তির সংখ্যা দেখানো হলোঃ

সারণি ৩.৯ঃ দেশভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশি জনশক্তির সংখ্যা

সাল	সৌদি আরব	কুয়েত	ইউএই	বাহরাইন	ওমান	মালয়েশিয়া	সিঙ্গাপুর	কাতার	লেবানন	জর্ডান	অন্যান্য	সর্বমোট
২০১১	১৫০৩০	২৯	২৮২৭৩৪	১৩৯২৮	১৩৫২৬০	৭৪২	৪৮৬৬৬	১৩১৬৮	১৯১৬৬	৪৩৮৭	৩৪৯৫২	৫৬৮০৬২
২০১২	২১২৩২	২	২১৫৪৫২	২১৭৭৭	১৭০৩২৬	৮০৪	৫৮৬৫৭	২৮৮০১	১৪৮৬৪	১১৭২৬	৬১৮৩৬	৬০৭৭৮৯
২০১৩	১২৬৫৪	৬	১৪২৪১	২৫১৫৫	১৩৪০২৮	৩৮৫৩	৬০০৫৭	৫৭৫৮৪	১৫০৯৮	২১৩৮৩	৬৫১৯৪	৪০৯২৫৩
২০১৪	১০৬৫৭	৩০৯৪	২৪২৩২	২৩৩৭৮	১০৫৭৪৮	৫১৩৪	৫৪৭৫০	৮৭৫৭৫	১৬৬৪০	২০৩৩৮	৭৪০০১	৪২৫৬৮৪
২০১৫	৫৮২৭০	১৭৪৭২	২৫২৭১	২০৭২০	১২৯৮৫৯	৩০৪৮৩	৫৫৫২৩	১২৩৯৬৫	১৯১১৩	২২০৯৩	৫৩১৩২	৫৫৫৮৮১
২০১৬	১৪৩৯১৩	৩৯১৮৮	৮১৩১	৭২১৬৭	১৮৮২৪৭	৪০১২৬	৫৪৭৩০	১২০৩৮২	১৫০৯৫	২৩০১৭	৫২৭৩৫	৭৫৭৭৩১
২০১৭	৫৫১৩০৮	৪৯৬০৪	৪১৩৫	১৯৩১৮	৮৯০৭৪	৯৯৭৮৭	৪০৪০১	৮২০১২	৮৩২৭	২০৪৪৯	৪৪১১০	১০০৮৫২৫
২০১৮	২৫৭৩১৭	২৭৬৩৭	৩২৩৫	৮১১	৭২৫০৪	১৭৫৯২৭	৪১৩৯৩	৭৬৫৬০	৫৯৯১	৯৭২৪	৬৩০৮২	৭৩৪১৮১
২০১৯	৩৯৯০০০	১২২৯৯	৩৩১৮	১৩৩	৭২৬৫৪	৫৪৫	৪৯৮২৯	৫০২৯২	৪৮৬৩	২০৩৪৭	৮৬৮৭৯	৭০০১৫৯
২০২০	১৬১৭২৬	১৭৪৪	১০৮২	৩	২১০৭১	১২৫	১০০৮৫	৩৬০৮	৪৮৮	৩৭৬৯	১৩৯৬৮	২১৭৬৬৯
২০২১	৪৫৭২২৭	১৮৪৮	২৯২০২	১১	৫৫০০৯	২৮	২৭৮৭৫	১১১৫৮	২৩৫	১৩৮১৬	২০৮০০	৬১৭২০৯
২০২২*	১২৭১৮৭	১২৩৯	২৭৪৭০	১	২৭২২৮	২২	৬৬৬৭	২৮৬৫	৫৯	৩০২৭	৬৫০২	২০২২৬৭

উৎসঃ জনশক্তি কর্ম-সংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ ব্যাংক।*ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত।

বাংলাদেশের বৈদেশিক শ্রমবাজার ক্রমাগত পরিবর্তনশীল। চলতি দশকে দেশভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানি পরিস্থিতির ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। লেখচিত্র ৩.৬ (ক) এবং ৩.৬ (খ) থেকে দেখা যায়, ২০১১ সালে মোট জনশক্তি রপ্তানির সিংহভাগ ৫০ শতাংশ হয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাতে, অথচ ২০২১-এ হার হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৪.৭৩ শতাংশে। অন্যদিকে, সৌদি আরবে ২০১১ সালে জনশক্তি রপ্তানি মোট জনশক্তি রপ্তানির মাত্র ৩ শতাংশ হলেও ২০২১ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৭৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। লেবাননে ২০১১ সালে ৩ শতাংশ জনশক্তি রপ্তানি হলেও ২০২১ সালে তা হ্রাস পেয়ে প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে। ওমান ও সিংগাপুরে জনশক্তি রপ্তানি ২০১১ সালের তুলনায় ২০২১-এ হ্রাস পেয়েছে।

লেখচিত্র ৩.৬ (ক) ঃ ২০১১ সালে দেশভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানির হার

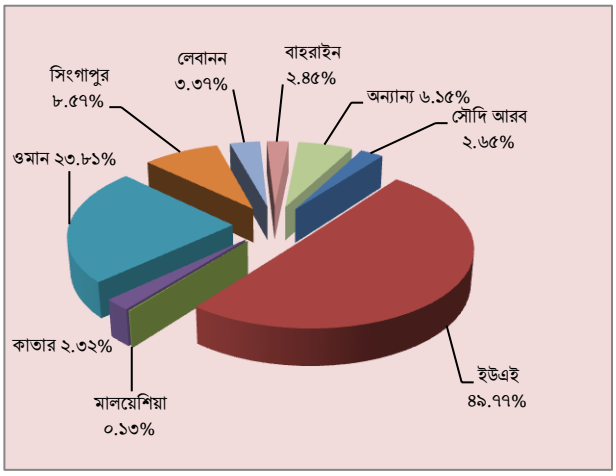

লেখচিত্র ৩.৬ (খ) : ২০২১ সালে দেশভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানির হার

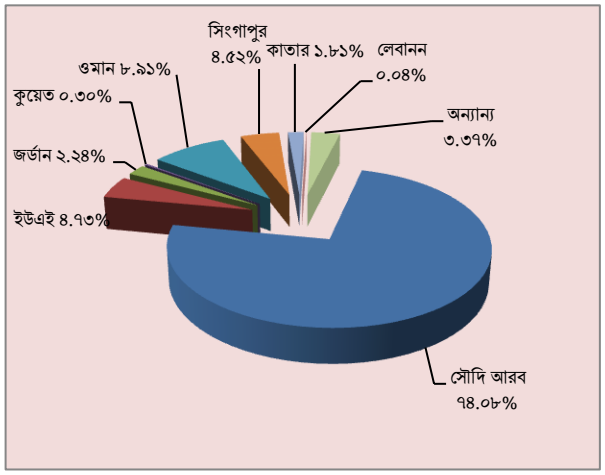

উৎসঃ জনশক্তি কর্ম-সংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ ব্যাংক।

প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের সিংহভাগ মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ থেকে এসেছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি, ২০২২) মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহের মধ্যে সৌদি আরব থেকে সর্বাধিক রেমিট্যান্স (২৩.১৩ শতাংশ) এসেছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে দেশভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মজীবীদের প্রেরিত অর্থের তথ্য দেখাচ্ছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পরিমাণ রেমিট্যান্স এসেছে, যা প্রায় ১৬.৪২ শতাংশ। এর পরবর্তী অবস্থানে রয়েছে যুক্তরাজ্য (৯.২২%), কুয়েত (৮.১২%) এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত (৮.০৫%)। ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে ২০২১-২২ (জুলাই-ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত) অর্থবছর পর্যন্ত রেমিট্যান্সের আন্ত:প্রবাহের দেশভিত্তিক তুলনামূলক পরিসংখ্যানের শতকরা অংশ এবং দেশভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মজীবীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ সারণি ৩.১০ এবং লেখচিত্র ৩.৭-এ দেখানো হলোঃ

সারণি ৩.১০ঃ দেশভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মজীবীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থবছর	সৌদি আরব	ইউএই	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	কুয়েত	যুক্তরাজ্য	ওমান	মালয়েশিয়া	কাতার	সিঙ্গাপুর	অন্যান্য	সর্বমোট
২০১০-১১	৩২৯০.০	২০০২.৬	১৮৪৮.৫	১০৭৫.৮	৮৮৯.৬	৩৩৪.৩	৭০৩.৭	৩১৯.৪	১৮৫.৯	৯৮৪.০৯	১১৬৩৩.৯
২০১১-১২	৩৬৮৪.৪	২৪০৪.৮	১৪৯৮.৫	১১৯০.১	৯৮৭.৫	৪০০.৯	৮৪৭.৫	৩৩৫.৩	২৯৮.৫	১১৮৩.০৫	১২৮৩০.৪
২০১২-১৩	৩৮৩১.৯	২৮২৯.৪	১৮৫৯.৮	১১৮৬.৯	৯৯১.৬	৬১০.১	৯৯৭.৪	২৮৬.৯	৩৬১.৭	১৩৭০.৭	১৪৩২৪.০
২০১৩-১৪	৩১১৯.৬	২৬৮৪.৯	২৩২৩.৩	১১০৬.৯	৯০১.২	৭০১.১	১০৬৪.৭	২৫৭.৫	৪৫৯.৪	১৬৪০.৬	১৪২৫৮.৬
২০১৪-১৫	৩৩৪৫.২	২৮২৩.৮	২৩৮০.২	১০৭৭.৮	৮১২.৩	৯১৫.৩	১৩৮১.৫	৩১০.২	৫৫৪.৩	১৫৬৭.১	১৫১৬৭.৬৫
২০১৫-১৬	২৯৫৫.৬	২৭১১.৭	২৪২৪.৩	১০৪০.০	৮৬৩.৩	৯০৯.৭	১৩৩৭.১	৪৩৫.৬	৪৯০.০	১৫১৫.৩৯	১৪৬৮২.৬৩
২০১৬-১৭	২২৬৭.২২	২০৯৩.৫৪	১৬৮৮.৮৬	১০৩৩.৩১	৮০৮.১৬	৮৯৭.৭১	১১০৩.৬২	৫৭৬.০২	৪৩৭.১০	১৪৮৯.২৪	১২৩৯৪.৭৭
২০১৭-১৮	২৫৯১.৫৮	২৪২৯.৯৬	১৯৯৭.৪৯	১১৯৯.৭০	১১০৬.০১	৯৫৮.১৯	১১০৭.২১	৮৪৪.০৬	৫৪১.৬২	১৭৫৫.০৭	১৪৫৩০.৮৯
২০১৮-১৯	৩১১০.৪০	২৫৪০.৪১	১৮৪২.৮৬	১৪৬৩.৩৫	১১৭৫.৬	১০৬৬.০৬	১১৯৭.৬৩	১০২৩.৯১	৪৭০.১	১৮৭৩.২	১৫৭৬৩.৫৫

অর্থবছর	সৌদি আরব	ইউএই	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	কুয়েত	যুক্তরাজ্য	ওমান	মালয়েশিয়া	কাতার	সিঙ্গাপুর	অন্যান্য	সর্বমোট
২০১৯-২০	৪০১৫.১৬	২৪৭২.৫৬	২৪০৩.৪০	১৩৭২.২৪	১৩৬৪.৮৯	১২৪০.৫৪	১২৩১.৩০	১০১৯.৬০	৪৫৭.৪০	১৯২৮.৭৭	১৭৫০৫.৮৬
২০২০-২১	৫৭২১.৪	২৪৪০.০	৩৪৬১.৭	১৮৮৬.৫	২০২৩.৬	১৫৩৫.৬	২০০২.৪	১৪৫০.২	৬২৪.৯	৩৮৩১.৫	২৪৭৭৭.৮
২০২০-২১*	৩৯৩১.১	১৭০৯.১	২১৯০.৬	১২৫১.৭	১৩৩৪.৯	১০৬৪.৬	১৪২৯.৭	৮৯৮.১	৪৩৮.৭	২৪৩৮.৮	১৬৬৮৭.৩
২০২১-২২*	৩১০৮.৮	১০৮২.৩	২২০৭.৪	১০৯২.০	১২৩৯.২	৬০৭.৬	৬৭৫.৮	৮৯৪.৪	২৬২.৫	২২৭০.১	১৩৪৪০.১

উৎসঃ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো ও বাংলাদেশ ব্যাংক। * জুলাই-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

লেখচিত্র ৩.৭ ঃ ২০১১-১২ এবং ২০২১-২২* অর্থবছরের দেশভিত্তিক রেমিট্যান্স আয়ের শতকরা হারের তুলনামূলক চিত্র

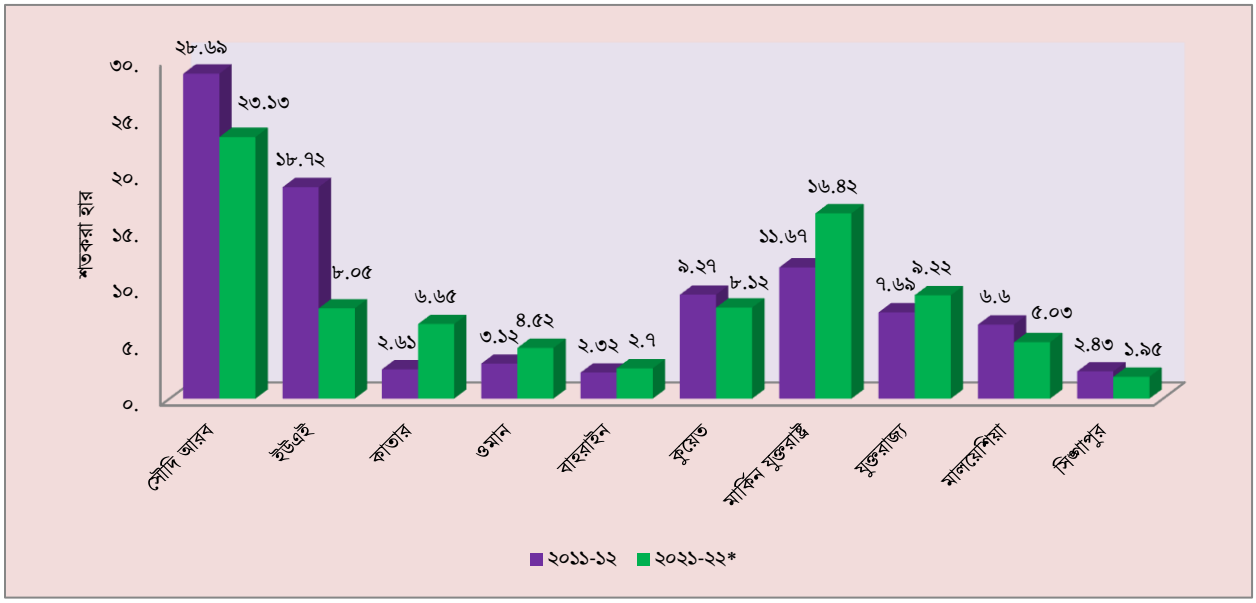

উৎসঃ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো ও বাংলাদেশ ব্যাংক । * জুলাই-ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও প্রবাস আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২১-২২ অর্থবছরে সরকার গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ

ক) চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরে বৈধ উপায়ে রেমিট্যান্স প্রেরণের বিপরীতে নগদ সহায়তা প্রদানের হার বৃদ্ধি

কোভিড-১৯ সময়কালে বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স পাঠানো সহজীকরণ ও উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন সহায়ক নীতিমালা প্রবাসীদেরকে অধিক রেমিট্যান্স প্রেরণে সহায়তা করেছে। সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী শ্রমজীবী মানুষের কষ্টার্জিত বৈদেশিক আয় ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে বৈধ উপায়ে দেশে প্রত্যাবাসন উৎসাহিত করার লক্ষ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণের বিপরীতে সরকার কর্তৃক ২ শতাংশ প্রণোদনা/নগদ সহায়তা প্রদানের বিদ্যমান হার বাড়িয়ে ২.৫০ শতাংশ নির্ধারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

খ) বৈধ উপায়ে বিভিন্ন ধরণের রেমিট্যান্স প্রেরণের বিপরীতে নগদ সহায়তা প্রদান

সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রবাসীদের কষ্টার্জিত বৈদেশিক আয় বৈধ উপায়ে দেশে প্রত্যাবাসন উৎসাহিত করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত আয়সমূহ বৈধ উপায়ে দেশে প্রেরণের বিপরীতে বিদ্যমান হারে রেমিট্যান্স প্রণোদনা/ নগদ সহায়তা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে: ক. অবসর ভাতা যেমন পেনশন তহবিল; খ.প্রভিডেন্ট ফান্ড; গ. ছুটি সংক্রান্ত বেতন; ঘ. নিয়োগকর্তা কর্তৃক পরিশোধযোগ্য বোনাস ও অন্যান্য আনুতোষিক।

গ) শ্রমবাজার সম্প্রসারণ

করোনাভাইরাস মহামারিতে বিশ্বজুড়ে লকডাউন এবং অচলাবস্থার কারণে বহুমাত্রিক সংকট দেখা দিয়েছে বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানি খাতে। প্রবাসীদের সামগ্রিক কল্যাণ ও সুযোগের সমতা নিশ্চিতকরণ, কূটনৈতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে নতুন নতুন শ্রমবাজার সৃষ্টি এবং ওই বাজারের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে সরকার

কাজ করছে। বিশ্বের ১৭০টি দেশে বাংলাদেশী কর্মী ছাড়পত্র নিয়ে গমন করছেন। মধ্যপ্রাচ্য বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান ও সুপরিচিত শ্রমবাজার। বর্তমানে ইউরোপ ও মধ্য এশিয়ার দেশগুলোতে শ্রমিক প্রেরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বিভিন্ন দেশে কর্মী প্রেরণের চাহিদা নিরুপণের জন্য ৫৩টি সম্ভাব্য দেশে শ্রমবাজার গবেষণা করা হয়েছে। বাংলাদেশ ও গ্রীস এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

ঘ) অভিবাসন ব্যয় হ্রাস

বাংলাদেশে অভিবাসন প্রক্রিয়ায় অন্যতম প্রধান অন্তরায় উচ্চ অভিবাসন ব্যয়। সরকার এ ব্যয় ন্যূনতম পর্যায়ে রাখার চেষ্টা করছে। ইতোমধ্যে সরকার শ্রমবাজারসমূহে দেশভিত্তিক সর্বোচ্চ অভিবাসন ব্যয় নির্ধারণ করেছে। একমাত্র রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন নিয়োগকারী সংস্থা বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট এন্ড সার্ভিসেস কর্তৃক দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান এবং জর্ডানে বিনা ব্যয়ে অথবা সর্বনিম্ন অভিবাসন ব্যয়ে কর্মী প্রেরণ করা হচ্ছে। সৌদি আরব, কাতার, জর্ডান, হংকং, লেবাননসহ মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশে বিনা খরচে নারী কর্মী প্রেরণ করা হচ্ছে। নারী কর্মীদের বাধ্যতামূলক ১ মাসের প্রশিক্ষণ শেষে বিদেশে প্রেরণ করা হয়ে থাকে। ২০২১ সালে বিভিন্ন দেশে প্রেরিত নারী কর্মীর সংখ্যা ৮০, ১৪৩ জন।

ঙ) প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন

সরকার দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছে। কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ২০২১ সালে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজী হতে ৫,৯৮,৯৭৩ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এই প্রশিক্ষণের মধ্যে রয়েছে পুরুষ ও মহিলা অভিবাসী কর্মীদের জন্য দেশ ভিত্তিক প্রাক-প্রস্থান প্রশিক্ষণ। কারিগরি প্রশিক্ষণের গুরুত্ব বিবেচনায় দেশের প্রতিটি উপজেলায় ১টি করে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে ৪১টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। বর্তমানে যুক্তরাজ্য ভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানের এ সকল প্রশিক্ষক দ্বারা City and Guilds Curriculum এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে। সৌদি আরব ও হংকং এর সাথে যৌথ উদ্যোগে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে এর ফলে নারী কর্মীরা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়ে সরাসরি বৈদেশিক কর্মসংস্থানে নিয়োজিত হচ্ছে।

চ) অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাইজেশন

রিক্রুটিং এজেন্সী এবং দালালদের প্রতারণামূলক কার্যকলাপ হ্রাস করতে ফিঙ্গার প্রিন্টসহ অভিবাসী কর্মীদের অনলাইনে অভিযোগ দাখিলের সুবিধাসহ অভিবাসন ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটাইজেশন করার মাধ্যমে ডাটাবেইজড নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে। ডাটাবেস নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে স্মার্ট কার্ড দিয়ে ইমিগ্রেশন ক্লিয়ারেন্স দেওয়া হচ্ছে। বিমানবন্দরে বিদেশগামী কর্মীদের বিড়ম্বনা ও প্রতারণা বন্ধকরণের জন্য তাদের তথ্য স্মার্টকার্ডে লিপিবদ্ধ করে পুনরুদ্ধার করা হয়।

ছ) অভিবাসনখাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নতুন আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন

অভিবাসন ব্যয় কমানো এবং বৈধ রিক্রুটিং এজেন্টসমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩' এবং 'প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৬' প্রণয়ন করা হয়েছে। নিয়োগকারী সংস্থাগুলি অভিবাসন খাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তাদের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য সরকার 'বিদেশী কর্মসংস্থান এবং অভিবাসী (নিয়োগকারী এজেন্ট লাইসেন্স এবং আচরণ) বিধিমালা ২০১৯' এবং 'বিদেশী কর্মসংস্থান এবং অভিবাসী (রিক্রুটিং এজেন্ট শ্রেণীবিভাগ) নীতিমালা ২০২০' প্রবর্তন করেছে। অভিবাসী শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য বাধ্যতামূলক বীমা প্রকল্প ২০১৯ সাল থেকে গৃহীত হয়েছে। বিদেশ গমনেচ্ছু অভিবাসী কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা সংক্রান্ত নীতিমালা (সংশোধিত) ২০২২ প্রণয়ন করা হয়েছে।

জ) চলমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবেলায় গৃহীত পদক্ষেপ

অভিবাসী কর্মীদের বিদেশে বাংলাদেশ মিশনের মাধ্যমে খাদ্য, ওষুধ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করা হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে, কোভিড-১৯ মহামারি চলাকালীন অভিবাসী শ্রমিকদের ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের অর্থায়নে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। আবার, এই মহামারি চলাকালীন অনুকূল পরিস্থিতিতে তাদের কর্ম ক্ষেত্রে পাঠানোর জন্য বিশেষ ফ্লাইটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিদেশে গমনেচ্ছু অভিবাসী কর্মীদের দ্রুত কোভিড-১৯ টিকা দেওয়ার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে বিদেশ প্রত্যাগত কর্মীদের এবং প্রবাসে করোনায় মৃত কর্মীর পরিবারের উপযুক্ত সদস্যকে প্রবাসী

কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের জন্য ৭০০ কোটি টাকার তহবিল গঠন করা হয়েছে। বিদেশ ফেরত কর্মীদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে পুনর্বাসন ঋণ পুরুষ গ্রহীতাদের ক্ষেত্রে ৯ শতাংশ সুদে এবং মহিলা ঋণ ৭ শতাংশ সুদে প্রদান করা হচ্ছে। বিদেশে অবস্থানরত অভিবাসী কর্মীদের পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন, সন্তানদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু অভিবাসী বৃহৎ পরিবার ঋণ পুরুষ গ্রহীতাদের ক্ষেত্রে ৯ শতাংশ সুদে এবং মহিলা ঋণ ৭ শতাংশ সুদে প্রদান করা হচ্ছে।

কোভিড-১৯ চলাকালীন বিদেশ প্রত্যাগত কর্মীদের ঢাকাস্থ প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের মাধ্যমে জনপ্রতি ৫ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া সৌদি আরবগামী কর্মীদের কোয়ারেন্টাইন খরচ বাবদ জনপ্রতি ২৫ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে। সংযুক্ত আরব আমীরাতগামী কর্মীদের RT-PCR টেস্ট ফি বাবদ জনপ্রতি ১,৬০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বিদেশ ফেরত রিইন্টিগ্রেশন ও পুনর্বাসনের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের মাধ্যমে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। দুই লাখ প্রত্যাবর্তনকারী কর্মী পাবেন রেফারেল সেবা ও ১৩,০০০ টাকা নগদ প্রণোদনা। প্রবাসী শ্রমিকদের আগমন ও প্রস্থানের সময় ঢাকায় অস্থায়ী থাকার জন্য সম্প্রতি হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাছে ‘বঙ্গবন্ধু ওয়েজ আর্নার্স সেন্টার’ উদ্বোধন করা হয়েছে।